দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

কলেজ নয়, অধ্যয়নই বড়

মাধব দীপ

'পছন্দের কলেজ না পেয়ে আত্মহত্যা?' খবরটির শিরোনাম দেখেই এতে চোখ আটকে গেল। গত ১৮ জুন বলতে গেলে দেশের অধিকাংশ পত্রিকায়ই প্রকাশিত হয় সংবাদটি। যাতে বলা হয়— সিরাজগঞ্জে এনামুল হক (১৬) নামের এক শিক্ষার্থীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের বরাত দিয়ে পুলিশ বলছে, অনলাইনে আবেদন করে নিজের পছন্দের কলেজে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে এনামুল আত্মহত্যা করেছেন। এনামুল সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার বড়কুড়া গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে।

অবশ্য 'চোখ আটকে যাওয়ার' মতো এ ধরনের করুণ খবর একেবারেই নতুন নয় আমাদের কাছে। 'চাকরির চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা', 'পছন্দের চাকরি না পাওয়ায় আত্মহত্যা', পছন্দের বিষয় না পাওয়ায় আত্মহত্যা', পছন্দের ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে করতে না পেরে আত্মহত্যা'— ইত্যাদি শিরোনামে ক'দিন পরপরই এই ধরনের খবর আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখতে পাই। শঙ্কার কথা হচ্ছে— দিনদিন এ প্রবণতা বাড়ছেই। অযুত সম্ভাবনার জীবন অকালেই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে ভুল সব সিদ্ধান্তের কারণে। এসব আত্মহত্যার কারণ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে— বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা, পরিবারের অন্যান্য অভিভাবক, সমাজ ও চারপাশের বাতাবরণ-ই এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত সিতে উস্কানি দিচ্ছে সেইসব তরুণ-তরুণীদের।

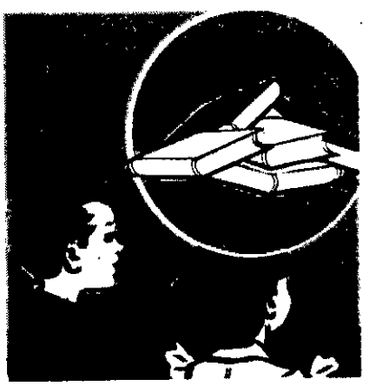

আমরা হর-হামেশাই অভিভাবক হিসেবে কর্তৃত্ব ফলাতে গিয়ে এনামুল হকদের বলি— "তোমাকে 'ভালো' কলেজে ভর্তি হতেই হবে। তাই এসএসসি'তে তুমি তোমার পড়াশোনার গতি বাড়িয়ে দাও। মনে রেখো— যদি 'ভালো' কলেজে ভর্তি হতে না পারো— তবে তোমার জীবন বৃথা। যদি সেখানে চান্স না পাও— তবে তোমাকে সবাই উপহাস করবে। তোমার বন্ধুদের সামনে মুখ দেখাতে পারবে না।...তোমাকে নিয়ে আমাদের অনেক আশা, অনেক ভরসা। যদি আমাদের সত্যিকার অর্থেই ভালোবাসো— তবে আমাদের লক্ষ্য পূরণ করে দেখাও। 'ভালো' কলেজে ভর্তি হয়ে দেখাও। ডাক্তার হয়ে দেখাও। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেখাও।" শুধু আমরা মানে পরিবারের বাবা-মা বা অভিভাবক নয় এমনকি আমাদের পারিপার্শ্বিক সমাজও কিন্তু একই ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত হাজির করে চলেছে এনামুলের মতো ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সামনে।

মেনে নিলাম— আমরা কিংবা এই সমাজ এনামুলদের 'ভালো'র জন্যই এইসব কথা বলছি। এও মেনে নিলাম যে— একথা শোনার পর এনামুলরা তাদের পড়াশোনার গতি বাড়িয়েও দিল বেশ কয়েকগুণ। কিন্তু বাস্তবতা কী? এনামুলরা বা তার সমবয়সী ভর্তিচ্ছুরা যতোই পড়াশোনা করুক না কেনো এমনকি যদি তারা নাওয়া-খাওয়া ভুলে গিয়ে কেবল পড়াশোনায় লেগেও যায় তবুও বাস্তবতা এটাই যে— সেই সমস্ত পছন্দের 'ভালো' কলেজে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীরাই শুধু ভর্তি হতে পারবে। অর্থাৎ, তাদের সবাই সেই সব 'ভালো' কলেজে চান্স পাবে না— এরচেয়ে বড় কোনো সত্যি নেই।

প্রকৃত প্রস্তাবে— 'ভালো' কলেজে পড়াটাই কিন্তু বড় কথা নয় বরং ভালোভাবে পড়াটাই বড় কথা। —এই সহজ সত্যটাই কিন্তু আমরা সহজে ভুলে যাই। ভুলে যায় এই সমাজ। অনেক বড়-বড় নামি-দামি 'ভালো' কলেজ আমি দেখেছি যেখানে শিক্ষার্থীরা যেকোনো মূল্যে ভর্তি হতে মরিয়া হয়ে থাকে, কিন্তু ভর্তি হবার পর দেখে— সেই সমস্ত কলেজে ঠিকমত ক্লাস-পরীক্ষাই হয় না। অতএব, এটাই সত্য যে— কোনো কলেজই ভালো নয় বরং এর পরিশ্রমী শিক্ষার্থীরাই একে ভালো কলেজ হিসেবে গড়ে তোলে। যে পরিশ্রম করতে জানে, সে যে কলেজেই পড়ুক— ভালো ফলাফল করতে সে বাধ্য। এটাই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। শিক্ষার্থীদের মনে এই ধরনের ভাবনা ঢুকিয়ে দিতে হবে। তাদের বোধে ধারণ করাতে হবে যে— জীবনে কিছু করতে চাইলে 'ভালো' কলেজে ভর্তি হতে পারাটাই একমাত্র পথ নয়, এরচেয়েও ভালো অপশন রয়েছে। 'এটাই একমাত্র পথ, এটাই বেস্ট অপশন' -এ ধরনের মানসিকতা কিংবা আরোপিত বাস্তবতাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। তবে শুধু শিক্ষার্থীদের মানসিকতায় নয় বরং প্রতিটি বাবা-মা-শিক্ষক, প্রতিটি অভিভাবকের এমনকি সমাজে প্রথাগত ভাবনা-চিন্তায়ও এ ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে।

সব সময় কেবল 'ভালো' কলেজে ভর্তির প্রতিযোগিতা নয়, বরং ভালো মানুষ হওয়ার, অদম্য সাহসী হওয়ার শিক্ষা সব সময় দিতে হবে। প্রতিকূল অবস্থাকে মোকাবিলা করার দীক্ষা মনের গহীনে জাগরুক রাখার সাহস বুকে ঢেলে দিতে হবে তাদের। কাউকে দেখানোর জন্য নয় বরং নিজের ইচ্ছেকে মূল্য দিতেই, নিজের স্বপ্নকে মূল্য দিতেই, নিজের বিশ্বাসকে জিইয়ে রাখতেই নিজের ভিতর থেকে পরিশ্রমের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। বাবা-মা, অন্যান্য অভিভাবক, শিক্ষক ও সমাজকে মনে রাখতে হবে— যে দৌড়ে সন্তানের অংশগ্রহণের ইচ্ছেই নেই, সেখানে অন্যকারও ইচ্ছের মূল্য দিতে গিয়ে সেই দৌড়ে জেতার রেকর্ড সব সময় সে নাও গড়তে পারে। তার মানে এই না যে সে ব্যর্থ, ব্যর্থ হয়ে গেল তার বাকি জীবন। বরং পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষের উদাহরণ রয়েছে যাঁরা কলেজ যাবে তো দূরের কথা, স্কুলেও যেতে পারেনি কিংবা গেলেও অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্কুলের গণ্ডি অতিক্রম করেছে তাঁরাই শেষ পর্যন্ত পুরো পৃথিবীর ইতিহাস ওলট-পালট করে দিয়েছে। 'ভালো' কলেজে চান্স না পাওয়া মানে কোনোমতেই জীবনের সমাপ্তি নয়।

সুতরাং, মানুষের মতো মানুষ হতে বা সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছতে 'পেছনের' সারির কলেজের কোনো লিমিটেশন থাকে না, যদি কোনো লিমিটেশন থেকেই থাকে তবে সেটা ওই কলেজের নয়, সেই লিমিটেশন রয়েছে আমাদের মনের ভিতর, আমাদের চিন্তার ভিতর। সেই মন ও মানসিকতা আমরাই তৈরি করেছি। আমরাই সমাজকে এভাবে তৈরি করেছি আমাদের বহুদিনের চর্চায়। সেই চর্চায় আমূল পরিবর্তন আনা জরুরি।

● লেখক: সহকারী অধ্যাপক যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ই-যোগাযোগ: https://www.facebook.com/madhabdip